ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

চ্যালেঞ্জ নিয়েই ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা

পৃঃ ৫

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে যেসব কৌশল অবলম্বন করবেন বাবর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫৪ ● কলকাতা ● ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৭ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

দিল্লিতে অখিলেশের বাড়ি পৌঁছে যান অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অখিলেশ সিং যাদবের বাড়িতে গিয়ে বৈঠকের পরেই ফের বৈঠকে বসলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার আম আদমি পার্টি (আপ)-র সঙ্গে। বৃহস্পতিবার বেলার দিকে দিল্লিতে অভিষেকের বাড়িতে যান অরবিন্দ কেজরীওয়ালের দলের দুই শীর্ষনেতা সঞ্জয় সিংহ এবং রাঘব চড্ডা। তিন নেতা বৈঠক করেন।উল্লেখ্য, কংগ্রেসের পরে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'কে সবচেয়ে বেশি আসন এনে দিয়েছে অখিলেশের দল সমাজবাদী পার্টি। লোকসভায় উত্তরপ্রদেশে ৩৭টি আসন জিতেছে তারা। তার পরেই রয়েছে ২৯টি আসন পাওয়া তৃণমূল। এমনিতেই বিরোধী দলগুলির মধ্যে এসপি এবং আপের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া বেশ ভাল। সেই সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই এ বার উত্তরপ্রদেশের ভদোহী কেন্দ্রটি তৃণমূলের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন অখিলেশ। যদিও সেই আসনে জেতে বিজেপি। অন্য দিকে, এ বারের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ে একটি আসনও পায়নি আপ। তবে পঞ্জাবে তারা তিনটি আসনে জয় পেয়েছে। তবে দু'টি বৈঠক প্রসঙ্গে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এগুলি 'সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ'। তবে ভোটের পর বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র শরিক দলগুলির মধ্যে সমান্তরাল কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে একাংশের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বুধবার রাতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের বাসভবনে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সব শরিক দলের নেতারা। তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক।

এরপর ৩ পাতায়

অমৃতা সিনহার বিচার্য বিষয়

বদলের আবেদনে এই মুহূর্তে কোনও হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বিচার্য বিষয় বদলের আবেদনে এই মুহূর্তে কোনও হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা ফেরত পাঠানো হল প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী ১০ জুন থেকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মামলা শোনার কথা বিচারপতি অমৃতা সিনহার। প্রধান বিচারপতির সেই প্রশাসনিক নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হয় মামলা।কিন্তু বিচারপতি সিনহার এজলাসে পুলিশি মামলার বিচার শুরুর আগেই তাঁর নিরপেক্ষতার অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা নজিরবিহীন বলেই মত আইনজীবী মহলের। মামলায় বক্তব্য, বিচারপতির স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মামলায় খবরদারির অভিযোগে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। সেই

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা ভোটে পরাজিত হলেও

কোনও অভিযোগ-অনুযোগ শোনা যায়নি অধীরের কণ্ঠে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা ২৫ বছরের সাংসদ। বহরমপুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন এই মানুষটা। সেই অধীর রঞ্জন চৌধুরী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। টি এম সি-র তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান 'ক্লিন বোল্ড' করেছে তাঁকে। এবার আর সংসদে যাওয়া হচ্ছে না অধীরের।কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, জলদিই সাংসদের বাসভবন ফাঁকা করার জন্য তাঁকে দিল্লি যেতে হবে। সেখানে পড়াশোনার জন্য তাঁর কন্যা থাকতেন। তবে এবার তাঁকে খুঁজতে হবে নতুন 'ঠিকানা'। দিল্লিতে গিয়ে অন্য বাড়ি খুঁজবেন বলে জানিয়েছেন অধীর।

কংগ্রেস নেতা জানান, বহরমপুরে পরাজয়ের পর তাঁর কাছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে কোনও ফোন আসেনি। তবে যখন কথা হবে, তখন প্রদেশ সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন অধীর।তাই প্রশ্ন উঠছে, এবার কী করবেন কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা? লোকসভা ভোটে পরাজিত হলেও কোনও অভিযোগ-অনুযোগ শোনা যায়নি অধীরের কণ্ঠে। জনতা জনার্দন, তাঁদের রায় মাথা পেতে নিয়েছেন তিনি। তবে

এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী এই জয়কে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক

বিশ্বের জয় হিসেবে অভিহিত করেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ যোশেফ আর বাইডেনের কাছ থেকে একটি টেলিফোন পান। প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান ঐতিহাসিক তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই জয়কে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের জয় হিসেবে অভিহিত করেন। দুই নেতাই বিশ্ব কল্যাণে ভারত মার্কিন সার্বিক আন্তর্জাতিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে সহমত হন।

প্রধানমন্ত্রীও যৌথভাবে সাফল্যের সঙ্গে আইসিসি টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য শুভেচ্ছা জানান।

উভয় নেতাই পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহমত হন।

রাজ্যে দিলীপ ঘোষকে বিরোধী দলনেতা করতে চায় আরএসএস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেদিনীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে জিতিয়ে রাজ্যে দিলীপ ঘোষকে বিরোধী দলনেতা করতে চায় আরএসএস । সংঘের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছে বাংলার আদি বিজেপি। এমনটাই সূত্রের খবর।দিল্লিতে এনডিএ জোট সরকার গঠনের পরই বিভিন্ন রাজ্যে সাংগঠনিক রদবদল শুরু করবে বিজেপি। সেক্ষেত্রে মমতা-ম্যাজিকে বিধ্বস্ত বঙ্গ বিজেপির সভাপতির পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা পদেও পরিবর্তন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে আরএসএস। আসলে শুভেন্দু বিরোধী দলনেতার দায়িত্বে আসার পর অমিত শাহর আশীর্বাদে ক্ষমতাশালী হয়ে দিলীপ ঘোষের মতো আদি বিজেপি নেতাদের কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন। যদিও দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বেই বাংলায় ২০১৯ ও ২০২১ সালে, দু-দুবার বিজেপি যথাক্রমে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে ভাল করেছিল। কিন্তু ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রস্তাব মেনে বঙ্গ বিজেপির 'সফলতম' সভাপতি দিলীপকে সরিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে দায়িত্বে আনা হয়। তারপর থেকে রাজ্যে যতগুলি বিধানসভার উপনির্বাচন ও লোকসভা ভোট হয়েছিল তার প্রত্যেকটিই মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। অভিযোগ, সুকান্ত-শুভেন্দুর প্রস্তাব মেনে দিলীপের পুরনো আসন মেদিনীপুর লোকসভা থেকে তুলে নিয়ে এবার বর্ধমান-দুর্গাপুরে প্রার্থী করা হয়েছিল।সেখানে কার্যত গোহারা হেরে গিয়েছেন দিলীপ। যদিও দিলীপকে বর্ধমান-দুর্গাপুরে প্রার্থী করার পর থেকেই ক্ষোভে ফুটছিল আদি বিজেপি শিবির। আর দিলীপ হারতেই এবার ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে আরএসএস ও আদি বিজেপি শিবিরে। দুই শিবিরই চাইছে যে কোনও মূল্যে বিরোধী দলনেতার পদে দিলীপ ঘোষকে নিয়ে আসতে।

জুন মালিয়া সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় মেদিনীপুর বিধানসভা আসনে শীঘ্রই ইস্তফা দেবেন। স্বভাবতই রাজ্যের অন্য ১০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের সঙ্গে মেদিনীপুরের শূন্য আসনেও আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপনির্বাচন হবে।আর সেই আসনে মেদিনীপুরে লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপকে প্রার্থী করে জিতিয়ে এনে বিরোধী দলনেতা করতে চাইছে আরএসএসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। ছেলেবেলা

এরপর ৩ পাতায়

"আকাশ ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গের শাখাগুলি থেকে

২ জন ছাত্র নিট ইউ জি ২০২৪-এ প্রথম স্থান (এআইআর ১) অর্জন করলো

কলকাতা, ০৬ জুন ২০২৪: নিউজ সারাদিন : পরীক্ষা প্রস্তুতির সেবায় জাতীয় লিডার আকাশ ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গের দুটি ছাত্রের অসাধারণ সাফল্যের ঘোষণা করছে যারা মর্যাদাপূর্ণ নিট ইউ জি ২০২৪ পরীক্ষায় এআইআর ১ অর্জন করেন। এই অভূতপূর্ব ফল তাদের শ্রম, প্রতিশ্রুতি, এবং আকাশের সর্বোচ্চ মানের কোচিংকে প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্রীয় টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) আজ ফলাফল ঘোষণা করেছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য গুলি হলেন সেন্ট্রাল কলকাতা সেন্টারের অর্ঘ্যদীপ দত্ত এবং শিলিগুড়ি সেন্টারের সক্ষম আগারওয়াল, যারা মোট ৭২০ তে ৭২০ নম্বর অর্জন করেন। আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে, অর্ঘ্যদীপ দত্ত বলেন, "আকাশ ইনস্টিটিউট আমার সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।" তিনি আকাশের তাঁর সমস্তকিছু সাপোর্টের জন্য তাঁর শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও, সাক্ষম আগরওয়াল তার আশ্চর্যজনক সাফল্যের জন্য আকাশের নিয়মিত সুশৃঙ্খল পদ্ধতিগত পড়াশোনা এবং শিক্ষকদের মার্গ দর্শন কে ধন্যবাদ জানান।

শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্যের অভিনন্দন জানাতে, পশ্চিমবঙ্গের আকাশ ইনস্টিটিউটের সিসিও, মিসেস বিনা অগ্রওয়াল বলেন, "আমরা শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাদের কে অভিনন্দন জানাই। দেশব্যাপী প্রায় ২০ লাখের বেশি ছাত্র নিট ২০২৪-এ প্রতিযোগিতা করেন। তাদের সাফল্য, কঠোর পরিশ্রম এবং সমর্পণের সাথে তাদের পিতা-মাতার সমর্থন এরও প্রমাণ। আমরা আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্য প্রচেষ্টা প্রতি তাদের সাফল্যর কামনা করি।"

তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় গ্রীষ্মের মাসগুলিতে

তাপপ্রবাহ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় গ্রীষ্মের মাসগুলিতে তাপপ্রবাহ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

এরপর ৪ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে

অভিনন্দন জানিয়ে করা টেলিফোন পেয়েছেন

নয়াদিল্লি, ০৬ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যানটনি অ্যালবানিজের কাছ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে করা টেলিফোন পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী ২০২৩ সালে তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফর এবং দিল্লিতে গত সেপ্টেম্বরে জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী অ্যালবানিজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ভারত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অগ্রাধিকার-ভিত্তিক নৈকট্য বজায় রেখে কাজ করার কথা জানান।

ভোট মিটতেই রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র ধরে ধরে

ফলাফলের ময়নাতদন্ত করতে বসেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট মিটতেই রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র ধরে ধরে ফলাফলের ময়নাতদন্ত করতে বসেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের একের পর এক মন্ত্রী নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে হোক কী শহরে বা ওয়ার্ডে পিছিয়ে পড়েছেন বিরোধীদের থেকে। অর্থাৎ ওই সব এলাকায় তৃণমূল কম ভোট পেয়েছে বিরোধীদের থেকে। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জৈব-প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের কেন্দ্রেও পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। আবার রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ঝাড়গ্রাম শহরে তাঁর নিজের ওয়ার্ডে দলকে লিড দিতে পারেননি। রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু তাঁর নিজ বিধানসভা কেন্দ্র বিধাননগরে দলকে লিড দিতে পারেননি। কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজাও দলকে লিড দিতে পারেননি। আর এই সব দেখে কোনও মন্ত্রী বলছেন, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে ভোটাররা আলাদা আলাদা ইস্যুতে প্রভাবিত হন। ভোটবাক্সে তা প্রতিফলিত হয়। আবার কেউ বলছেন তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে কংগ্রেস থাবা বসানোর কারণেই এই ফল। কেউ আবার বলছেন, দেখতে হবে কেন এটা হলো।কেন এই ঘটনা ঘটল সেটাই এখন ভাবাচ্ছে জোড়াফুল শিবিরকে। তবে বিষয়টি নিয়ে সেভাবে উদ্বিগ্ন নয় তৃণমূল। কেননা ২০১৯ সালের ভোটেও দেখা গিয়েছিল, রাজ্যের শাসক দলের একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়কেরা নিজ নিজ এলাকায় পিছিয়ে পড়েছেন। পরে একুশের ভোটেই কিন্তু তাঁরা ফের সেই সব এলাকায় লিড তুলেছেন বা জিতে এসেছেন। তবে একদম হাত গুটিয়ে থাকার পথেও হাঁটা দিচ্ছে না তৃণমূল। বরঞ্চ ২৬'র ভোটের কথা মাথায় রেখেই এখন থেকেই খামতি পূরণের পথে হাঁটছে জোড়াফুল।কোন কোন মন্ত্রীর এলাকায় পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল? জানা গিয়েছে, মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী বিধায়ক তাজমুল হোসেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী। তাঁর এলাকায় পিছিয়ে গিয়েছে তৃণমূল। এই জেলারই মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন সেচ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী। তাঁর এলাকাতেও পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের সত্যজিৎ বর্মন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। তাঁর এলাকাতেও পিছিয়ে পড়েছে জোড়াফুল। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির এলাকাতেই পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। এই জেলারই রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরীর বিধানসভা এলাকা পূর্ব পাঁশকুড়ায় পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল।

বাংলাদেশেদের প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে গত এক দশকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সাফল্য উভয় নেতাই স্বীকার করেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ-এর জয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে করা টেলিফোন পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যেসব বিদেশি নেতাদের কাছ থেকে প্রথম অভিনন্দন পেয়েছেন শেখ হাসিনা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ থেকেই দুই নেতার মধ্যে উষ্ণতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাত্রা বোঝা যায়।

দুই নেতা বিকশিত ভারত ২০৪৭ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১-এর লক্ষ্য অর্জনে নতুন করে জনমতের দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একযোগে ঐতিহাসিক ও নিবিড় মৈত্রী আরও গভীর করার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

গত এক দশকে দুই দেশের মানুষের জীবনে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, তা স্বীকার করেন উভয় নেতাই। সেইসঙ্গে, অর্থনীতি এবং উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব, শক্তি নিরাপত্তা, ডিজিটাল যোগাযোগ সহ সংযোগ এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক সহ সর্ববিষয়ে রূপান্তরকারী সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হন।

ইউরোপীয় কমিশনের

প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েন।

সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাস গড়ায় তিনি তাঁর সাফল্য কামনা করেন।

ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন পরিচালনায় যে নজির গড়েছে তারও প্রশংসা করেন তিনি। অভিনন্দন জানানোয় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনুরূপ আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলেও তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সাল ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার ২০তম বছর। বিশ্বের উন্নতিকল্পে এই পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও বেশি শক্তিশালী করতে তিনি দায়বদ্ধ এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। আজ শুরু হওয়া ইউরোপীয় সংসদের নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভগৎরাম তলোয়ার

কলমে :- বেবি চক্রবর্ত্তী

নিউজ সারাদিন : ভগৎরাম তলওয়ার একজন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯৪১ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে ভগৎরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর এই দুই বিপ্লবী একসঙ্গে কলকাতা থেকে কাবুল ভ্রমণ করেন, নেতাজি জার্মানিতে যান। ভগতরাম তলওয়ার প্রায় ৫টি দেশের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতটাই কৌশলী ছিলেন যে সুভাষ চন্দ্র বসুও তাঁর গুপ্তচর হওয়ার কথা জানতেন না। ভগৎরাম সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর আসল রূপ চিনতে পারা শুধু কঠিনই ছিল না, অসম্ভব ছিল। তিনি ৬০টিরও বেশি নাম ধারণ করতেন। এর মধ্যে একটি ছিল 'সিলভার'। সিলভার বোকা বানিয়ে ছিলেন হিটলারকেও। পিটার কুরিনির সঙ্গে দেখা করার পর ভগৎরাম তলওয়ার 'সিলভার' নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সবচেয়ে মূল্যবান গুপ্তচরদের মধ্যে গণ্য হতে শুরু করেন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে, সিলভার ১২ বার পায়ে হেঁটে কাবুল ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ইতালি, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান এবং ব্রিটেনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি ছিলেন একজন কট্টর ভারতীয় এবং দেশের 'কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতি অনুগত। কয়েক মাস ইতালিতে কাজ করার পর ভগৎরামকে জার্মানিতে পাঠানো হয়। নাৎসিরা তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর কাবুলে ফেরত পাঠায়। সেখানে সিলভারকে দেওয়া হয় ফ্ল্যাট, প্রায় আড়াই মিলিয়ন ডলার। সেই অর্থ ভগৎরাম 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'কে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। কমিউনিস্ট 'সিলভার'-এর নাৎসি এবং ইতালিকে সাহায্য করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য তিনি হিটলার ও ইতালিকে ভুয়ো তথ্য দিতে শুরু করেন। তখন এই ধরনের তথ্য যাচাইয়ের কোনও উপায় ছিল না।

ভগৎরাম ওরফে সিলভার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারতও স্বাধীন হয়। দেশভাগের সময় সিলভারের ধারণা ছিল যে তিনি হিন্দু হয়ে পাকিস্তানে থাকতে পারবেন না। এই কারণেই তিনি গোয়েন্দাগিরি করে পাওয়া কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভারতে চলে আসেন। অবশেষে, ৭৫ বছর বয়সে, ভগৎরাম তলওয়ার ওরফে 'সিলভার' ১৯৮৩ সালে মারা যান। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক গুপ্তচর ডাবল, ট্রিপল এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন। বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক মিহির বোস তাঁর 'সিলভার: দ্য স্পাই হু ফুলড দ্য নাৎসি' বইয়ে রহমত খান ওরফে ভগতরাম তলওয়ারের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯৪১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভগৎরামকে সুভাষ চন্দ্র বসুকে ভারত থেকে নিয়ে কাবুলে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজের দায়িত্ব পালনে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এদিকে, একজন ক্লিন শেভড ব্যক্তি কাবুলের ইতালীয় দূতাবাসে পৌঁছালেন এবং গেটে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের কাছে নিজেকে একজন শেফ হিসাবে পরিচয় দিলেন। জানালেন রাষ্ট্রদূতের হয়ে কাজ করার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ডাকা হয়েছে। আফগান পোশাক পরিহিত অই ব্যক্তি দেখতে যেন একেবারে পাঠানের মতো ছিল। তাই প্রহরীরাও সন্দেহ করেনি এবং সহজেই দূতাবাস অভ্যন্তরে যেতেও দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করলে রাষ্ট্রদূত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাঁকে পাঠিয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন যে আফগানিস্তানে জার্মান কোম্পানি সিমেন্সের প্রধান হেরথমাস পাঠিয়েছেন।

১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে ২১ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার 'র' (আর এ. ডাক্লু) গঠন করেছিল। ভারতে আইবি এবং সিবিআই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি সমাধান করে। আর. এ. ডাক্লু দেশের বাইরের গোয়েন্দা বিষয়গুলি দেখাশোনা করে। গত ৫৮ বছরে এমন অনেক গুপ্তচর এসেছে যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। রবীন্দ্র কৌশিক, আর. এন. কাভ, সেহমত খান, অজিত ডোভাল মাত্র কয়েকটি নাম, যারা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাকে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত করেছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এমন একজন গুপ্তচর ছিলেন, যাকে দেশের প্রথম গুপ্তচর বলা হয়। ভগৎরাম তলওয়ার ওরফে 'সিলভার' নামে পরিচিত এই গুপ্তচর শুধু ভারত নয় বিশ্বের আরও অনেক দেশের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন।

ভগৎরাম তলওয়ার ওরফে 'সিলভার' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতসহ অনেক দেশের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। 'সিলভার' এমন এক গুপ্তচর যার থেকে হিটলারও রেহাই পাননি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন বিদেশে থেকে তাই মহান দেশপ্রেমি এই ভগৎরাম তলোয়ার কে রাশিয়া সরকারের হাতে আটক হতে হয় দেশদ্রোহীতার অপরাধে এই মহান দেশপ্রেমিকের অপরাধ ছিল যে বিদেশে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধের অস্ত্র সরবরাহ করত। ঠিক এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা আর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মীদের পরামর্শে সেই স্থান পরিত্যাগ করে নেতাজী চলে যান। সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে ও ভগৎরাম তলোয়ার কে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। এই সময় রাশিয়া সরকারের হাতে বন্দী হন ভগৎরাম তলোয়ার। রাশিয়া সরকার তাঁকে পরামর্শ দেন তাঁর পক্ষে আইনজীবী হাজির করার জন্য। তিনি রাশিয়ার জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে জেলে বসেই চিঠি লেখেন কিন্তু সেই চিঠির কোনও সদউত্তর বা জবাব দেয়নি নেহরু। তখন রাশিয়া সরকার ভগৎরাম তলোয়ার কে বলেছিলেন " যে তুমি তোমার মাতৃভূমি জন্য কাজ করেছ। দেশ জননী - দেশ প্রেম - দেশ ভক্তি - দেশের জন্য কাজ করেছ তুমি তাই তুমি তোমার দেশে দেশদ্রোহী নয় । তুমি একজন মহান দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। তোমার পক্ষে আইনজীবী সামিল করো! "--- রাশিয়ার জেলে বন্দি থাকাকালীন ভগৎরাম তলোয়ার নেহেরু কে চিঠি পাঠানো সত্বেও তাঁর কোন জবাব না পাওয়ায় কিছুদিন রাশিয়ার জেলে থাকেন। এটি ভগৎরাম কেস ফাইল নামে পরিচিত। বর্তমানে এই ভগৎরাম কেস ফাইল বন্ধ আছে। রাশিয়া সরকার কয়েক মাস পরই ভগৎরাম তলোয়ার কে ছেড়ে দিলে ভগৎরাম তলোয়ার ভারতে ফিরে আসেন। এই ভগৎরাম তলোয়ার দেশে ফিরে আসার পরই নাথুরাম গডসে গান্ধীজি'কে হত্যা করেন। কারণ নাথুরাম গডসে মনে করতেন গান্ধীজির জন্যই নেতাজিকে বাইরে যেতে হয়েছে। এবং তিনি মনে করেন ভগৎরাম তলোয়ার কে রাশিয়া জেলবন্দী থেকে মুক্তি করতে নেতাজী রাশিয়াতে যান। গডসে গান্ধী হত্যা কান্ডে বিচারের দিন আদালতে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেন " কোটি মানুষের রক্তের মাতৃভূমি দ্বি- খন্ডিত হয়েছে। অখন্ড ভারতবর্ষে রাত্রি বারোটায় Two Dominion's এর জন্ম দেন। গান্ধীজি প্রথম বলেছিলেন দেশ ভাগ হলে আমার বুকের ওপর দিয়ে হবে কিন্তু না তিনি প্রথম দেশ ভাগের সাম্প্রদায়িক দ্বি- চারিতা'কে জিইয়ে রাখতে দেশ ভাগের অঙ্গীকার হয়ে নীরব থেকে সহমত প্রদান করেছিলেন। গান্ধীজি দেশভাগের পরদিন কলকাতা বস্তিতে গিয়ে মুখ না লুকিয়ে অনশন করে এর বিরোধিতা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। " --- তিনি গান্ধী কে হত্যা করেন নি তাঁর আদর্শ কে হত্যা করেছেন। দেশ সবার আগে। সেখানে গান্ধী ও না! .... তাঁর সেই দিনের উক্তি প্রতিটা কথাই যেন দেশপ্রেম এবং দেশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। সেদিন আইনের চোখে গডসে অপরাধ হলেও মানবিকতার জন আদালতে তিনি নিরপরাধ দেশপ্রেমে মনে প্রাণে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এখানে উল্লেখ্যিত এই মহান দেশপ্রেমিকের ভগৎরাম তলোয়ার যিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধের অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন। এছাড়াও বিদেশে থেকে যুদ্ধের খবরাখবর দিতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন গুপ্তচর ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নামটিও আজ ইতিহাসের অন্তরালে বিলীন।

১-ম পাতার পর

অমৃতা সিনহার বিচার্য বিষয় বদলের আবেদনে এই মুহূর্তে কোনও হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চ

মামলায় জড়িয়ে যায় বিচারপতির নামও। এই অবস্থায় তাঁর এজলাস থেকে পুলিশ সংক্রান্ত বিচারের দায়িত্ব সরিয়ে দেওয়ারও আবেদন করা হয়েছে মামলায়। যদিও এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আইনজীবী মহলে।সেই মামলার নির্দেশে সম্প্রতি হাই কোর্টের বিচারপতিদের বিচার্য বিষয়ে বড়সড় পরবর্তন আনে হাই কোর্ট প্রশাসন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১০ জুন হাই কোর্টের গরমের ছুটির পর থেকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুনানি হওয়ার কথা। এতদিন এই সংক্রান্ত মামলা শুনছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং পুলিশের অতিসক্রিয়তার মামলা সরে। পালটা মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাই কোর্টে। বিচারপতির বিচারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মামলাকারীরা। কেন তাঁর এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। একইসঙ্গে, বিচারপতি সেনগুপ্তর এজলাস থেকেও সরে পুলিশি মামলা। ছুটির পর সেখানে উচ্চশিক্ষা বা 'হায়ার এডুকেশন' সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে। এছাড়াও পুরসভা সংক্রান্ত মামলা শুনবেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। এতদিন পুরসভার মামলা শুনছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত মামলা শুনছিলেন বিচারপতি চন্দ। কোনও বিচারপতির রায় পছন্দ না হলে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, এমনকি তাঁর এজলাসের সামনে ধরনা, এজলাস বয়কট, এমনকি তাঁর এজলাস থেকে মামলা সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন সবই অতীতে হয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোটে পরাজিত হলেও কোনও অভিযোগ-অনুযোগ শোনা যায়নি অধীরের কণ্ঠে

ভোটের এই রেজাল্টের পর তাঁর জন্য যে 'কঠিন সময়' অপেক্ষা করছে, সেটা সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন বহরমপুরের সদ্য প্রাক্তন সাংসদ।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অধীর বলেন, আমি কখনও নিজের আয়ের দিকে গুরুত্ব দিইনি। রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছুতে আমি দক্ষ নই। সেই কারণে আমার জন্য একটা কঠিন সময় আসছে। কীভাবে তা কাটিয়ে উঠব জানি না।

উল্লেখ্য, ২০২৪ লোকসভা ভোটে গোটা রাজ্যে চমকপ্রদ ফলাফল করেছে টি এম সি । 'অধীর গড়' হিসেবে খ্যাত বহরমপুরেও এবার ঘাসফুল ফুটেছে। প্রায় ৮৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন জোড়াফুল শিবিরের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। জনতার রায় মাথা পেতে নিয়েছেন অধীর। শুধু বলেছেন, ভোটের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকে যাওয়া এই ফলাফলের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

১ পাতার পর

দিল্লিতে অখিলেশের বাড়ি পৌঁছে যান অভিষেক

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎই দিল্লিতে অখিলেশের বাড়ি পৌঁছে যান অভিষেক। বাড়ির প্রবেশদ্বারের বাইরে বেরিয়ে অভিষেককে স্বাগত জানান মুলায়ম-পুত্র। কাঁধে হাত রেখে নিয়ে যান বাড়ির ভিতরে। তার পর দুই নেতার মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বৈঠক হয়। তবে বৈঠকের নির্যাস নিয়ে দু'পক্ষই কিছু জানায়নি। অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও।

১ পাতার পর

দিল্লিতে অখিলেশের বাড়ি পৌঁছে যান অভিষেক

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎই দিল্লিতে অখিলেশের বাড়ি পৌঁছে যান অভিষেক। বাড়ির প্রবেশদ্বারের বাইরে বেরিয়ে অভিষেককে স্বাগত জানান মুলায়ম-পুত্র। কাঁধে হাত রেখে নিয়ে যান বাড়ির ভিতরে। তার পর দুই নেতার মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বৈঠক হয়। তবে বৈঠকের নির্যাস নিয়ে দু'পক্ষই কিছু জানায়নি। অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও।

২ পাতার পর

রাজ্যে দিলীপ ঘোষকে বিরোধী দলনেতা করতে চায় আরএসএস

থেকে আরএসএস করা দিলীপের জীবনশৈলী আজও সেই পুরনো দিনের সংঘকর্মীদের মতোই। অন্য দলের নেতারাও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে যথেষ্ট পছন্দও করেন তাঁকে। তাই দলের ইমেজ ফেরাতে বাংলায় আরএসএসের এখন প্রথম পছন্দ ঘরের ছেলে দিলীপ ঘোষ । উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে খড়গপুর বিধানসভা থেকে জিতে বিধায়ক হয়ে বিধানসভা ভবনে পা রেখে পরিষদীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিলেন দিলীপ ঘোষ।দেশ তথা বাংলায় আদি বিজেপির একটা বড় অংশই আরএসএস থেকে সরাসরি গেরুয়া রাজনীতিতে এসেছেন। বস্তুত এই কারণেই আদি বিজেপির নেতারা চাইছেন আমজনতার কাছে দলের ইমেজ ফেরাতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে দলবদলু শুভেন্দুর পরিবর্তে এবার দিলীপকেই বিরোধী দলনেতার দায়িত্বে নিয়ে আসা হোক। সংগঠনের তরফে এই প্রস্তাব বুধবার দিল্লিতে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। আরএসএস সূত্রে খবর, এবার রাজ্যের ৩৪টি আসনেই নিজের পছন্দের প্রার্থীদের পদ্ম প্রতীক পাইয়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু সেই ৩৪ জনের মধ্যে মাত্র সাতজন জিতেছেন, বাকিরা হেরেছেন। আদি বিজেপি কর্মীদের দাবি, বাংলায় দলের চরম বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বিরোধী দলনেতার পরামর্শ মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বঙ্গ-বিরোধী একের পর এক সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্তে যতটা না তৃণমূলকে চাপে ফেলা গিয়েছে, তার চেয়ে আমজনতার কাছে বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি আরও প্রকট হয়েছে। বস্তুত সেই কারণেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভের ঝড়ে বাংলায় উড়ে গিয়েছে বিজেপি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫৪ সংখ্যা ০৭ জুন, ২০২৪ শুক্রবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

দিল্লির পথে তমলুকের সাংসদ

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দিল্লির পথে তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে কি এনডিএ সরকারে মন্ত্রী হচ্ছেন তিনি? সেই জল্পনাই আপাতত তুঙ্গে।বাংলা থেকে উনিশ সাংসদ গিয়েছিল দিল্লিতে। তবে মন্ত্রী হয়েছিলেন মোটে চারজন। পূর্ণ মন্ত্রিত্ব পাননি কেউ। এবার বাংলায় বিজেপির মোটে ১২ সাংসদ। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে জিতেছেন মোটে একজন। উপরন্তু মন্ত্রিত্ব বন্টন নিয়ে দুই শরিক টিডিপি ও জেডিইউ-র চাপ রয়েছে। পুরনো মন্ত্রীদেরও জায়গা দিতে হবে। ফলে বঙ্গীয় বিজেপি সাংসদরা আদৌ মন্ত্রিত্ব পাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি যাত্রায় জল্পনা বেড়েছে।

গত কয়েক মাস ধরে বঙ্গ রাজনীতিতে বহু চর্চিত নাম অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে লাগাতার রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন।সরকার বিরোধী রায় দিয়েছেন। তা নিয়ে শাসকদলের সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। এর পর আচমকাই বিচারব্যবস্থা থেকে সরে দাঁড়ান। অবসর নেন। তার দিন কয়েকের মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। প্রত্যাশামতো ভোটের টিকিটও পেয়ে যান কলকাতা হাই কোর্টের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি। শুভেন্দু গড়ে তমলুক থেকে ভোটে লড়াই করেন। প্রথমবারের নির্বাচনে জিতেও যান। সংসদীয় রাজনীতিতে প্রথমবার প্রবেশ করেই এবার মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পথে এগোচ্ছেন তিনি। দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। তবে এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় কমিটির বৈঠক। সেই সময় দলের সব সাংসদকে হাজির থাকতে হবে।

সম্পাদকীয়

বাংলার চেয়ে দেশই বড়

বাংলার চেয়ে দেশই বড়। ভোট শেষ হতেই কি রাজ্যের 'বাস্তবতা'র চেয়ে দেশের 'বাস্তবতা' বড় হয়ে গেল যুযুধান সিপিএম এবং তৃণমূলের কাছে? তবে দুই শিবিরের সঙ্গে জড়িত অনেকের ব্যাখ্যা, ভোট শেষের পরে ফলাফল দেখে যুযুধান দু'পক্ষের কাছে রাজ্যের বাস্তবতার চেয়ে জাতীয় রাজনীতির বাস্তবতা বড় হয়ে গিয়েছে। 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে মমতার সঙ্গে কেন ইয়েচুরি রয়েছেন, এই প্রশ্ন নিয়ে গত বছর ঝড় বয়ে গিয়েছিল বঙ্গ সিপিএমের অন্দরে। নিচুতলার সেই ক্ষোভকে সামাল দিতে আলিমুদ্দিনকে পাঠচক্রের মতো কর্মসূচি নিতে হয়েছিল। তার পর থেকে তৃণমূলের বিরোধিতায় ঝাঁজ বৃদ্ধি করলেও ভোটের ফলাফলে শূন্যের গেরো কাটাতে পারেনি সিপিএম। গোটা দেশে মাত্র চার জন সাংসদ পেয়েছে তারা। সেখানে তৃণমূলের সংখ্যা ২৯। এর মধ্যে 'ইন্ডিয়া'র মুখপাত্র কেন সিপিএমের ইয়েচুরিকে করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রকাশ্যেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা। কিন্তু ভোটের ফলঘোষণার পর দেখা গেল, দুই দলের মুখপত্রে ছবির 'ঐক্য'। বিজেপি যখন ধাক্কা খেয়েছে, নরেন্দ্র মোদী যখন 'পরনির্ভরশীল' হয়ে পড়েছেন, তখন রাজ্যের বাস্তবতার চেয়ে দেশের বাস্তবতাই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তৃণমূল এবং সিপিএমের সামনে। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের ৪৮ ঘন্টা পরে বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশিত সিপিএম এবং তৃণমূলের মুখপত্রে প্রথম পাতার ছবিতে 'লাইন' বদলের ইঙ্গিত পাচ্ছেন অনেকে।

১১ মাসের মধ্যে সেই বদল সাদা-কালোয় আরও স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে, তৃণমূলের প্রভাতী দৈনিকে বুধবার 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকের দু'টি ছবি ছাপা হয়েছে। বড় ছবিটিতে সকলের সঙ্গে রয়েছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। দ্বিতীয় একটি ছবি ছাপা হয়েছে। সেখানে রয়েছেন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার পাশাপাশি সিপিএমের প্রভাতী দৈনিকে যে ছবি ছাপা হয়েছে, সেই ফ্রেমে রয়েছেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেকও। কিন্তু ১১ মাস আগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এবং রাজ্যের একদা শাসকদল সিপিএমের মুখপত্রে ছবির এমন 'ঐক্য' ছিল না। গত বছর ১৭ জুলাই বেঙ্গালুরুতে হয়েছিল বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক। ১৮ তারিখ প্রকাশিত দুই দলের মুখপত্রে ছবির ভিন্নতা ছিল। যেমন সিপিএমের মুখপত্রে তখন জায়গা পাননি তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমনই তৃণমূলের মুখপত্রের ছবি থেকে বাদ পড়েছিলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক ইয়েচুরি। সেই ছবি থেকে স্পষ্ট হয়েছিল, মূল ফ্রেম থেকে 'ক্রপ' (কাটছাঁট) করেই ছবি ছাপা হয়েছে।

কেন এই বদল? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ছবি ছাপার ব্যাখ্যা দেননি। তিনি শুধু বলেছেন, 'গত ১ জুন বিরোধীরা বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তৃণমূলের কেউ ছিলেন না। তৃণমূল আদৌ রয়েছে কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। দেখা গেল, ভোট মিটতে তাদের প্রতিনিধি বিরোধী বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।' সিপিএমের দৈনির মুখপত্রের সম্পাদক তথা প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ শমীক লাহিড়ি বলেন, "এগুলো সব এজেন্সি থেকে পাওয়া ছবি। যতগুলো ছবি এসেছিল, তার মধ্য থেকেই একটা ছবি আমরা ছেপেছি।" পক্ষান্তরে, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ (যিনি দলীয় মুখপত্র পরিচালনার সঙ্গেও জড়িত) বলেছেন, 'অত ভেবে ছবি ছাপা হয়নি। বাংলায় যারা শূন্য, যাদের ২৩ জনের মধ্যে ২১ জন প্রার্থী জামানত রাখতে পারে না, তাদের ছবি ছাপা হল কি না, সেটা নিয়ে ভাবার সময় বা অবকাশ নেই।'

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

না । দেখা যায়, সে নরম ফুলের পাপড়ি ছেড়ে বেরোতে পারছে না । এর কারণ হলো, সে জলাশয়ের ফুটে থাকা পদ্মফুলটিকে অনেক ভালোবাসে । যার কারণে সে চায়না এই সুন্দর ফুলের কোন ক্ষতি হোক । সে ভাল করেই জানে, এভাবে আটকে থাকলে তার মৃত্যু ঘটতে পারে । কিন্তু সে তার প্রাণের পরোয়া না করে, তার ভালোবাসার জন্য নিজের প্রান ত্যাগ করতেও রাজি আছে । ঠিক সেইভাবে, যে ব্যক্তি তার জীবনের জন্য ত্যাগের ভাবনার আছে, সেই ব্যক্তি আপনাকে সত্যিকারে ভালোবাসে । এরকম চিন্তার মানুষ কখনো আপনার বিশ্বাস ভাংবে না । তবে এটাও ঠিক প্রেমের জন্য জীবন দিয়ে দেওয়া কখনই উচিত না । আত্মহত্যা একটা নিকৃষ্ট কাজ এবং এই মহা পাপের কাজ একদমই করা ঠিক না । চানক্য, এখানে নিজের জীবন দিতে না, জীবন দিয়ে দেওয়ার মত ভাবনার কথা বলেছেন । মানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নিজের প্রাণের চেয়েও আপনি আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে ভালবাসুন । পাশাপাশি অপরদিকে এমন মানুষ রয়েছেন, যারা ভালোবাসা বলতে শুধু শরীর বোঝে, তাদেরকে আপনার চিনতে হবে । নয়তো এমন এক দিন আসবে, যখন তারা দেখবে, টাকা পয়সা নেই আপনার কাছে, এবং আপনি তার বা তাদের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম, তখন সে বা তারা একবারের জন্য আপনার কথা না ভেবে আপনাকে ফেলে চলে যেতে একবারও ভাববে না । সেই সমস্ত ভালো মানুষের মুখোশধারী লোকগুলোকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় এবং সেটি মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই । যদি আমরা সেই মুখোশধারী মানুষদের চিনে ফেলতে পারি, তাহলে তারা আমাদের কোনভাবেই ঠকাতে পারবে না। আর যদি আপনি কোন জায়গায়, যে কোন কাজে কখনো না ঠকেন, তাহলে সফলতা আপনার হাতের মুঠিতে আসতে বাধ্য । আমাদের চলার রাস্তায়, অজানা শত্রু আমাদের অজান্তে কোন ক্ষতি করতে পারবে না । উই কথার উপরে বেশ করে আমার আজকের দিনে আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চর্চার কথা ,এদিকে কূটনৈতিক চর্চা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নামটি আজও বর্তমান প্রজন্মের কাছে জ্ঞানের আঁতুরঘর হিসাবে চিহ্নিত তা হল কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" নামক বইটি। হ্যাঁ কৌটিল্য যিনি চাণক্য নামেও পরিচিত। এই চাণক্য নীতি প্রাচীনযুগে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-এর সময় কালে তৈরি। চাণক্য ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর ছেলে বিন্দুসারের রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান স্তম্ভ। চাণক্য নীতি প্রথম দেখায় কীভাবে রাজনীতি ও কূটনীতি পরিপূরক হয়ে জীবনের সেরা দর্শন রূপে সফল ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। চাণক্য তাঁর নীতি কথা দ্বারা ভারতে প্রথম কূটনৈতিক ধারণার জন্ম দেন। আজ আমরা তাঁর বিখ্যাত কিছু বাণী ও উপদেশ পড়ব যা আমাদের জীবনে সাহস ও সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।এমনই দুর্ঘটনা বা বন্ধ তৈরি করার আগেই বা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আগে, চাণক্য নীতি ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করি আমি। সেই কারণেই চাণক্যের উত্থান কিংবদন্তি গল্প হলেও ঐতিহাসিক সত্যতা আছে বলেই মানেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক। সে সময় মগধ রাজ্যের পরাক্রমশালী নন্দ বংশের শেষ রাজা ছিলেন ধনানন্দ। তিনি ন্যায়বিচারক ছিলেন না। তার অন্যায় শাসনের জন্য প্রজাদের কাছে দারুণ অপ্রিয় ছিলেন। এই ধনানন্দ একবার চাণক্যকে অপমান করেন। ধনানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করার জন্য একজন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়লে ধনানন্দের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় নরেন্দ্র মোদীকে রুশ রাষ্ট্রপ্রধান পুতিনের অভিনন্দন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় রুশ রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ ভ্লাদিমির পুতিন আজ তাঁকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করায় অভিনন্দন জানিয়ে রুশ রাষ্ট্রপ্রধান পুতিন তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাস গড়ায় তাঁর সাফল্য কামনা করেন। উভয় নেতা ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত সহযোগিতা শক্তিশালী করার ব্যাপারে সহমত হন। রাষ্ট্রপ্রধান পুতিনের সঙ্গে আলোচনাকালে রাশিয়ার সভাপতিত্বে ২০২৪-এর চলতি ব্রিকস সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

ফালাকাটায় ফের হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: নিউজ সারাদিন : হাতির হানায় একের পর এক মৃত্যু ফরেস্ট লাগোয়া ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়।বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ হাতির হানায় মৃত্যু হলো ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবনাথপুরের এক বৃদ্ধের।কার্জি পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা অমল কার্জী বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে গিয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হন।তৎক্ষণাৎ তিনি একটি দাঁতাল হাতির সামনে পড়ে যান,দাঁতাল হাতিটি বৃদ্ধের দেহের বিভিন্ন জায়গায় দাঁত ঢুকিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তার দেহ গঠনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের।এই ঘটনায় এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। স্থানীয়দের দাবি প্রতিদিন হাতির দল এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিঘার পর বিঘা ফাসলি জমি নষ্ট করে দিচ্ছে। বনদপ্তর কোনরকম পাহারার ব্যবস্থা করছে না। বনদপ্তর যদি পাহাড়ার ব্যবস্থা করতো তবে আজকের এই মৃত্যু এড়ানো যেত বলে স্থানীয়দের দাবি।ঘটনাস্থলে বিট অফিসার দেবর্ষি রায় এলে স্থানীয় বাসিন্দারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঘটনাস্থলে আসার দাবি করেন।তারপর ঘটনাস্থলে আসেন রেঞ্জার অয়ন চক্রবর্তী,ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মদক্ষ দীপক সরকার, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়।সকলে মিলে বৈঠকে বসে উক্ত এলাকায় নিরাপত্তা আশ্বাস দেয়।তবে ওই বৃদ্ধের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে একরকম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

২ পাতার পর

তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় গ্রীষ্মের মাসগুলিতে তাপপ্রবাহ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠক

হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত মহানির্দেশক ডা. অতুল গোয়েল রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে এই বৈঠকে দেশজুড়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

আবহাওয়া দপ্তর গত ২৭ মে পূর্বাভাসে জানিয়েছে যে জুন মাসে দেশের বেশিরভাগ জায়গাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে, ব্যতিক্রম কেবলমাত্র দক্ষিণ উপদ্বীপ অঞ্চল। এসব জায়গাতে তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে নিচে থাকবে। জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেশিরভাগ জায়গা এবং মধ্য-ভারতের সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরগুলিকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। এই নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছে তাপপ্রবাহজনিত শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ। এছাড়াও বিভিন্ন পোস্টার ও টেমপ্লেটের মাধ্যমে তাপপ্রবাহের সময় কি করা উচিত বা উচিত নয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা প্রচার। অতি তাপপ্রবাহজনিত অসুস্থতার ক্ষেত্রে যাতে অসুস্থ ব্যক্তিকে ঠান্ডা জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায়, হাসপাতালে সেই পরিকাঠামো তৈরি রাখতেও বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে, তাপপ্রবাহজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ময়না তদন্ত সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেশের সমস্ত এইম্স ও মেডিকেল কলেজগুলিতে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তুতির পাশাপাশি, অ্যাম্বুলেন্সকে সবসময়ই প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। বৈঠকে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাপপ্রবাহজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা, আবহাওয়া দপ্তরের তাপপ্রবাহজনিত পূর্বাভাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে হিট স্ট্রোক রুম তৈরি রাখা, বড় কোন জমায়েত বা ক্রীড়ানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রস্তুতি রাখা, যে সমস্ত জায়গায় সহজেই আগুন লাগার প্রবণতা থাকে, সেখানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা ও অগ্নি নির্বাপণে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। রাজ্যস্তরে যে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তা হল - মধ্যপ্রদেশ অগ্নি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে মক ড্রিল চালাচ্ছে, ওড়িশার মতো রাজ্য যেখানে লাল সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাপপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ রাজ্যজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও, উত্তরপ্রদেশে 'দস্তক', অর্থাৎ দরজায় দরজায় গিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে অগ্নি নির্বাপণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা মজুত রাখা হয়েছে। হরিয়ানা বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ করেছে ওষুধপত্র ও অন্যান্য পরিষেবার স্বার্থে। রাজস্থান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছে। বিহারে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করা হচ্ছে। দিল্লিতে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে অগ্নি নির্বাপণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কাছেই পেলেন চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি। বশিষ্ঠকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ডের সামনে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণ করে সেই শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শুধু তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। তার নিত্যপূজাও দরকার। তাই জয়দত্ত কাছেই মহুলা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে নিত্যপূজার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেন।'

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

গভীর রাতে রাস্তায় জনতার তোপের মুখে রাবিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে তিনজনকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় সাধারণ মানুষের তোপের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী রাবিনা ট্যান্ডন। সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, ১ জুন গভীর রাতে রাবিনা ট্যান্ডনের ড্রাইভারের বিরুদ্ধে রিজভি কলেজের কাছে কার্টার রোডে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং তিনজনকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে গাড়ি ঘিরে ধরে স্থানীয় জনতা। আঘাতপ্রাপ্ত সেই নারীসহ স্থানীয়রা রাবিনাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন এবং পুলিশকে ফোন করছেন। এ সময় রাবিনা বেশ ঘাবড়ে যান। চারপাশে জড়ো হওয়া লোকদের অনুরোধ করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। তিনি তাদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'দয়া করে ধাক্কা দেবেন না। আমাকে মারার চেষ্টা করবেন না, প্লিজ!' তবে আশেপাশে থেকে 'মার', 'মার' বলে চিৎকার করতে শোনা যায়।

ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাবিনার ড্রাইভারের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিনেত্রীর গাড়ি মুম্বাইয়ের কার্টার রোডের সামনে তিনজনকে ধাক্কা দিয়েছে।

এ ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত নারীসহ বাকিরা অভিযোগ জানাতে এলে রাবিনা গাড়ি থেকে নেমে যান এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তাদের গালিগালাজও করেন অভিনেত্রী, এমনটা দাবি করা হয়েছে সেই ভিডিওতে।

এরপরই সেখানে স্থানীয় জনতা ঘিরে ধরেন অভিনেত্রীকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রাবিনাও ঘটনাস্থল ছাড়ার চেষ্টা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, উভয়পক্ষই থানায় হাজির হয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। এরপর তারা সমঝোতায় পৌঁছতে রাজি হয়েছে।

চমকে দিলেন নয়নতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিনেমা প্রযোজনা করছেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী নয়নতারা। না, এটা অবাক করার মতো কোনো খবর নয়। কারণ, তারকাদের প্রযোজনায় আসা নতুন কোনো ঘটনা নয়। অনেক সফল অভিনেতা-অভিনেত্রীই প্রযোজকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। তবে নয়নতারা প্রযোজক হিসেবে চমকে দিয়েছেন টেলিভিশনের আলোচিত অভিনেতা কাভিনকে, তাঁর সিনেমায় নায়ক নির্বাচন করে।

শুধু তাই নয়, এই অভিনেতার সহশিল্পী হিসেবেও অভিনয় করতে যাচ্ছেন নয়নতারা। এ খবর শুনেই চমকে গেছেন তাঁর অনুরাগীরা। কারণ একটাই যে সময়ে বলিউড তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সেই সময় অভিনেত্রী নিজেই কিনা নতুন জুটি নিয়ে পর্দায় আসতে চাচ্ছেন; যা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর!

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, তামিল অভিনেতা কাভিনকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা নয়নতারা ও তাঁর স্বামী ভিগনেশ - দু'জনেরই। নাম চূড়ান্ত না হওয়া এই সিনেমাটি পরিচালনা করবেন বিষ্ণু আডাভান।

প্রধান দুই চরিত্রে থাকছেন 'লেডি সুপারস্টার' খ্যাত নয়নতারা ও কাভিন। তাদের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের আরও কয়েকজন আলোচিত অভিনয়শিল্পীকে এ সিনেমায় দেখা যাবে।

যে কাজের মাধ্যমে ১৮ বছরের বিরতি ভাঙছেন শিল্পা শেঠি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যক্তিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা পেছনে ফেলে আবার অভিনয়ে মনোযোগী হচ্ছেন শিল্পা শেঠি। তাই বলিউডের পাশাপাশি দক্ষিণী সিনেমাতে নিয়মিত অভিনয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। এরই মধ্যে 'কে ডি : দ্য ডেভিল' নামের একটি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় কাজ শুরু করেছেন। এতে শিল্পার সহশিল্পী হিসেবে আছেন দক্ষিণ ভারতের আলোচিত ধ্রুব সারজা। এ ছাড়া অভিনয়ে থাকছেন বলিউড সতীর্থ সঞ্জয় দত্ত ও নোরা ফাতেফি।

এ সিনেমার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৮ বছরের বিরতি ভাঙতে যাচ্ছেন এ অভিনেত্রী। এই দীর্ঘ সময় শুধু বলিউডেই তিনি কাজ করেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, 'কে ডি : দ্য ডেভিল' সিনেমাটি শিল্পাকে নতুন রূপে পর্দায় তুলে ধরতে যাচ্ছে। এতে তাঁকে দেখা যাবে 'সত্যবতী' নামের একটি চরিত্রে। যার প্রথম লুক এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অভিনেত্রীকে দেখা গেছে, ভিনটেজ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাঁর পরনে রেট্রো শাড়ি। কাঁধ থেকে ঝুলছে লম্বা বেণী। চোখে পুরোনো আমলের পরিচিত সানগ্লাস। সত্তরের দশকে বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া একটি বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। এতে ধ্রুব সারজা অভিনয় করছেন গ্যাংস্টারের ভূমিকায়। প্রেম পরিচালিত বড় বাজেটের এ সিনেমা আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

অভিনয়ে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বেশ কিছু দক্ষিণী সিনেমায় অভিনয় করেছেন শিল্পা শেঠি। ২০০৫ সালে এই অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছিল ডি রাজেন্দ্র বাবু পরিচালিত কন্নড় ভাষার 'অটো শঙ্কর' সিনেমাতে। এতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন অভিনেতা উপেন্দ্র। সাম্প্রতিক সময়ে বলিউডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যখন দক্ষিণী সিনেমা দর্শক মনোযোগ কেড়ে নেওয়া শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে শিল্পার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়াকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুরাগীদের অনেকেই প্রশংসার পাশাপাশি সিনেমা দেখার প্রতীক্ষায় আছেন বলেও জানিয়েছেন। এদিকে শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রার নাম জড়িয়েছে বিটকয়েন জালিয়াতি মামলাতে। যার জেরে ক'দিন আগে বাড়িছাড়া হতে হয়েছে এ অভিনেত্রীকে। তাঁর নামে কেনা জুহুর সমুদ্রমুখী বিলাসবহুল বাংলো বাড়িটি এখন ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডির [এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট] নজরদারিতে রয়েছে। শুধু এই বাড়ি নয়, একই সঙ্গে রাজ-শিল্পার প্রায় ৯৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে অস্থির অনন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদিত্য রায় কাপূরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। আর এটা বলিউডের ওপেন সিক্রেট। গত দুই বছর থেকে আদিত্য ও অনন্যার প্রেম নিয়ে ভক্তদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনা হয়ে আসছে।

'কফি উইথ করণ'- টক শোতে নিজেকে অনন্যা 'কয়' কাপূর বলে পরিচয় দিয়েছেন তিনি। 'কয়' মানে লাজুক। যদিও রাখঢাক কিংবা কোনো লজ্জা না রেখেই নিজের প্রেমের কথা স্বীকার করেছেন। তবে হঠাৎ তাদের সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে। এই নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও দুজনেই আচরণে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে তিক্ততা এসেছে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনন্যার এক ভিডিও নিয়ে অনুরাগীদের মাঝে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। অনেকের মতে, এই ভিডিওতেই নাকি ব্রেকআপের বিষয় খোলসা করেছেন চাঙ্কি কন্যা।

সেই ভিডিওতে অনন্যাকে একজন জিজ্ঞেস করেছেন, কেমন আছেন? অনন্যা বলছেন, আসলে আজকাল আত্মাটাই হারিয়ে ফেলেছি। আই লস্ট মাই সোল।

তাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, গত একমাস আগেই আদিত্য-অনন্যার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। সবই ঠিকঠাক চলছিল ওদের মধ্যে। আচমকাই ওদের বিচ্ছেদটা বন্ধুমহলের কাছে ভীষণই শকিং! যদিও ওরা একে-অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

তিনি জানান, অনন্যা মুভ অন করার চেষ্টা করছে। কষ্ট পেয়েছে বটে! অনন্যা এখন ওর নতুন পোষ্যর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। আদিত্যও খুব পরিণতভাবেই পরিস্থিতিটা সামলাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছর কৃতি শ্যাননের দিওয়ালি পার্টিতে আদিত্য রায় কাপূর ও অনন্যা পাণ্ডেকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকেই শুরু হয় প্রেমের গুঞ্জন। এই জল্পনার মাঝেই অনন্যার ২৫তম জন্মদিন উদযাপন করতে মালদ্বীপে উড়াল দিয়েছিলেন এই জুটি।

চ্যালেঞ্জ নিয়েই ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হলিউডে পা রাখার পর প্রতিনিয়ত নিজেকে ভিন্নরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এবার এই বলিউড সুপারস্টারকে দেখা যাবে আরেকটি আনকোরা চরিত্রে। সেই চরিত্রটি হলো এক নারী জলদস্যুর। যার গল্প প্রিয়াঙ্কা তুলে ধরছেন ফ্ল্যাঙ্ক ই ফ্লাওয়ারস পরিচালিত 'দ্য ব্লাফ' সিনেমায়। প্রথমবারের মতো কোনো সিনেমায় জলদস্যুর চরিত্রে অভিনয় করা নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত সাবেক এ বিশ্বসুন্দরী। তাঁর কথায়, 'একটি ভিন্ন ধাঁচের গল্প আর ব্যতিক্রমী চরিত্রই সিনেমার এনে দিতে পারে ভিন্নমাত্রা। মুনশিয়ানা সেখানেই যদি তা দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়। তাই 'দ্য ব্লাফ'-এর গল্প-চরিত্রে নতুনত্ব থাকলেও তা দর্শক উপযোগী করে তোলা বেশ চ্যালেঞ্জিং। আর চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে পারাই হলো শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। সে কারণেই 'দ্য ব্লাফ' আমার জন্য স্পেশাল একটি সিনেমা।'

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে জানা গেছে, বিরতি ভেঙে অভিনয়ে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তবে যে কোনো ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে তিনি ফিরতে নারাজ। সে কারণেই খুঁজছিলেন ভিন্ন ধাঁচের গল্প ও চরিত্র।

অবেশেষে 'দ্য ব্লাফ' সিনেমার মধ্য দিয়ে অভিনেত্রীর সেই প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে সিনেমার শুটিংয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ছুটে গেছেন প্রিয়াঙ্কা। সঙ্গে আছে তাঁর মেয়ে মালতি। সেখানকার বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার পাশাপাশি নতুন সিনেমার খবরও অনুরাগীদের জানিয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

আরও জানিয়েছেন, তাঁর নতুন সিনেমা 'দ্য ব্লাফ' নির্মিত হচ্ছে উনিশ শতকের ক্যারিবীয় অঞ্চলের জলদস্যুদের রোমাঞ্চকর সব ঘটনা নিয়ে। সিনেমায় তাঁর সহশিল্পী হিসেবে থাকছেন নন্দিত অভিনেতা কার্ল উরবান।

এদিকে হলিউডের পাশাপাশি শিগগিরই বলিউড সিনেমাতেও দেখা মিলতে যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কার। ফারহান আখতার পরিচালিত 'জি লে জারা' সিনেমার মধ্য দিয়ে শুরু করছেন হিন্দি সিনেমার নতুন অধ্যায়।

খেলাধুলার মধু মাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জ্যৈষ্ঠের চাপা গরমে আম যখন আমজনতার হয়ে যায়, তখন নাকি মধ্যগগনে থাকে মধু মাস। তা এখন গাছে পাকা কাঁঠালের গন্ধ। লিচু গিয়ে জাম এসেছে ঝুড়িতে। মৌসুমি ফলের মতো খেলাধুলাতেও আসছে মধু মাস। টি২০ বিশ্বকাপ, ইউরো ফুটবল আর কোপা আমেরিকা বশ করার জন্য রসে সাজানো এ তিনটি সুমিষ্ট ফলই কি যথেষ্ট নয়! ক্রীড়াপ্রেমীর জন্য এ যেন 'মধু-গন্ধে-ভরা মৃদু-স্নিগ্ধছায়া নীপ-কুঞ্জতলে'। সেখানে শুরুতে টি২০ বিশ্বকাপ লিচু হলেও টনি ক্রুজ-এমবাপ্পেদের ইউরো ফুটবলকে আম্রপালি বলা যেতেই পারে। আর ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা? এ রায় দেওয়ার সাধ্যি নেই। যে যার মতো পছন্দের সেরা নামটি এখানে দিয়ে নিতে পারেন।

আপাতত মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলায় শুরুটা হোক ক্রিকেটের ধুমধাড়াক্কা চার-ছক্কা দিয়েই। টি২০ বিশ্বকাপের অতীত ধারা বদলে এবার বিশ্বায়নের প্রতি বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য খেলার সঙ্গে তুলনা করলে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ সেই অর্থে আটকে ১০ থেকে ১২টি দেশের মধ্যেই। যে কারণে অলিম্পিক গেমসের মতো ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে বড় আসরে এই খেলা অনুপস্থিত থাকে। এই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কিন্তু অন্য অনেক খেলাকে টেক্কা দেবে। দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা আর ক্যারিবীয় অঞ্চল মিলিয়ে ক্রিকেট অনুসরণ করা লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সেটি মাথায় রেখেই এবারের টি২০ বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে ২০ করা হয়েছে। ম্যাচের সংখ্যাও এখন পর্যন্ত যে কোনো বিশ্বকাপের চেয়ে বেশি ৫৫টি। উগান্ডা, পাপুয়া নিউগিনি, কানাডা, নেপাল, ওমানের মতো নবাগতের আগমন ঘটেছে এবার। নতুনত্ব আছে বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়েও। জর্জ ওয়াশিংটনের দেশের মানুষ ব্যাট-বল নিয়ে খেলা বলতে বেসবলের সঙ্গেই বেশি পরিচিত। খেলাধুলা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে তাদের উন্মাদনা তুঙ্গে থাকে বাস্কেটবলে। এমনকি ফুটবলের বিশ্বনন্দিত তারকা লিওনেল মেসিকেও সেখানে চেনাতে সময় লেগেছে। বাস্কেটবলের লেবরন জেমস-স্টিফেন কুরির দেশে কোহলি-সাকিবরা কি পারবেন মার্কিনিদের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টেনে আনতে? নিউইয়র্ক, ডালাস, শিকাগোর পরিচিত কিছু বাংলাদেশির সঙ্গে কথা বলে যে পূর্বাভাস মিলেছে, তাতে ক্রিকেটের মধুরেণু নিয়ে স্থানীয় আমেরিকানদের মধ্যে কোনো কৌতূহলই নেই। সেখানে সেই দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীদের কারণে যা একটু আলোচনা এই বিশ্বকাপ ঘিরে। আইসিসির একটি প্রচারণামূলক ভিডিওতে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, ক্রিকেট যেন ভিন্নগ্রহ দেখে আসা একটি খেলা, যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এবারের বিশ্ব আসরে। আসলে বিশ্বকাপের প্রথম পর্বের পরিচিতিটা ডালাস আর নিউইয়র্ক দিয়েই করানো হবে। নিউইয়র্কে একটি পার্কের মাঝে খালি জায়গা দু'মাস ধরে পরিষ্কার করে গ্যালারিসহ ক্রিকেটের অস্থায়ী স্টেডিয়াম বানানো হয়েছে (তাও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এই মাঠে হবে বলে)। আর ডালাসে বেসবলের একটি মাঠ ভাড়া করা হয়েছে কিছুদিনের জন্য।

এবার আসা যাক সাকিব-শান্তদের কথায়। এবার কেমন করবে বাংলাদেশ? প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার বোধ হয় দরকার পড়ে না। গত আট আসরে বাংলাদেশ কী করতে পেরেছে? আর শান্তদের সাম্প্রতিক এই ফরম্যাটে পারফরম্যান্স কী? জানা থাকলে আসরে জিপিএ ৫ পাওয়ার মতো কেউ আশা করবে না। এখানে একটা তথ্য যোগ করা যায়। তা হলো ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সবক'টি টি২০ বিশ্বকাপে মোট ৯টি দেশ অংশ নিয়েছে। যার মধ্যে প্রতিটি দেশই কোনো না কোনো আসরে সেমিফাইনালে উঠেছে। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ।

ক্রিকেটের এই ইলেকটিভ ম্যাথে একেবারেই কাঁচা ঘরের ছেলেরা। তার পরও নিজ গাছের ফল বলে কথা। টক-মিষ্টি যাই হোক, একটা গর্বের ব্যাপার তো থাকেই। আর হিসাবটাও বেশ সহজ। গ্রুপ পর্ব থেকে সুপার এইটে যেতে হলে বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দুটিকেই পাখির চোখ ভাবতে হবে। অবশ্য তার আগে এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে হবে, নেপাল ও নেদারল্যান্ডসকে সহজেই হারানো সম্ভব। দলের ভেতরে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে শুরুর শ্রীলঙ্কা ম্যাচটিতেই প্রলয় ঝড় তুলতে হবে। ওই ম্যাচটি হাতে এসে গেলে সেই আত্মবিশ্বাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচেও কিছু একটা হয়ে যেতে পারে, যেটা অতীতে বিশ্ব আসরে হয়েছে। তবে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত কিন্তু এ আসর ঘিরে সমর্থকদের বারবার শান্তই থাকতে বলেছেন। 'অবশ্যই বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্য থাকবে আমাদের'-এ জাতীয় কোনো বক্তব্য রিপোর্টারের জোরাজুরিতে দেননি অধিনায়ক। আসলে তিনি বা তাঁর দল চাইছে না, আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তাদের এই মার্কিন ও ক্যারিবীয় যাত্রা নিয়ে ফেসবুকের দেয়ালে প্রত্যাশার বিস্ফোরণ ঘটুক। কিংবা অলীক কোনো গল্প বানিয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা বাড়াবাড়ি করুক।

আইপিএলের ঘোর কাটিয়ে ক্রিকেট-দর্শকও যেন কিছুটা ক্লান্ত-স্তব্ধ। একটু দম নিয়ে নতুন করে রুটিন সাজাতে হবে তাদের। খেলাধুলার ঋতুরঙ্গে ২ জুন শুরু টি২০ বিশ্বকাপ। সেখানে ম্যাচগুলোর বেশির ভাগই সকাল সাড়ে ৬টায়। কিছু ম্যাচ রয়েছে রাত সাড়ে ৮টায়, আর কিছু সকাল সাড়ে ৫টায়। গ্রুপ পর্বে যুক্তরাষ্ট্র আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে ১৭ জুন পর্যন্ত। শান্ত-সাকিবদের পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করছে টি২০ বিশ্বকাপে সমর্থকদের গা ঘেঁষাঘেঁষির একাত্মতা।

যদি সেখানে পারদ না চড়ে, তাহলে ১৪ জুন থেকে শুরু হওয়া ইউরো ফুটবল বাজার ধরে নেবে খেলাধুলার এই মধু মাসে। সেখানেও ম্যাচের সময় মগজাস্ত্র করতে হবে দর্শককে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু করে রাত ১০টা এবং রাত ১টায় শুরু হবে জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও পর্তুগালের সব ম্যাচ। সারাবছর রাত জেগে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল দেখা চোখগুলোর কাছে এ এক অমোঘ আকর্ষণ। জার্মানির ১০টি শহরে ২৪ দল নিয়ে শুরু হবে ইউরোপের সেরা ফুটবল দল নির্বাচনে। এক মাসের এই ফুটবল মাধুরী বরাবরই উন্মাদিত করেছে বাংলাদেশকে। ইউরোপিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বলে, বিশ্বকাপের চেয়েও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তাদের এই ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। দাবি একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও নয়। ইতালির কথাই ধরা যাক, ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তারা। অথচ গেল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি শুধু ইউরোপিয়ান কোটার কারণে। অথচ লাতিন বা আফ্রিকার অনেক নিচু র‍্যাঙ্কিংয়ের দল কিনা বিশ্বকাপ খেলেছে। গতি আর শৈলীতে ইউরোপের প্রতিটি দলই কাছাকাছি। সেখানে এমবাপ্পে, হ্যারি কেইন, টনি ক্রুজ, লুকা মডরিচ, লেভানডস্কিদের খেলা দেখা যাবে এক মাসের মধু পার্বণে। সেখানে শুধু মিসিং থাকবেন নরওয়ের আর্লিং হালান্ড।

যেমন সবাই মিস করবে ব্রাজিলের নেইমারকে। ইউরো শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পর ২১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে লাতিনের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। কোপা আমেরিকার ম্যাচগুলো আবার সকালে ৬টা ও ৭টা। ঘুম থেকে চোখ কচলিয়ে উঠেই দেখা যাবে মেসির আর্জেন্টিনা কিংবা ভিনিসিয়ুসের ব্রাজিলের খেলা। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার হয়ে এটাই যে মেসির শেষ কোপা আমেরিকা, সেটা তিনি আগেই বলে রেখেছেন। কোপা নিয়ে হয়তো বাড়ির ছাদে পতাকার মিছিল দেখা যাবে না। তার পরও যে জলসায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা থাকবে, সেখানে আউল-বাউল উদাস হাওয়াও থাকবে। মিলেমিশে থাকলেও বিভক্তির ছন্নমতি কুহুকও থাকবে। ক্রিকেটের পাশাপাশি রাতে এমবাপ্পে আর সকালে মেসি মধু মাসের ঘ্রাণটাই যেন আলাদা।

বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে যারা,

জানালেন যুবরাজ সিং

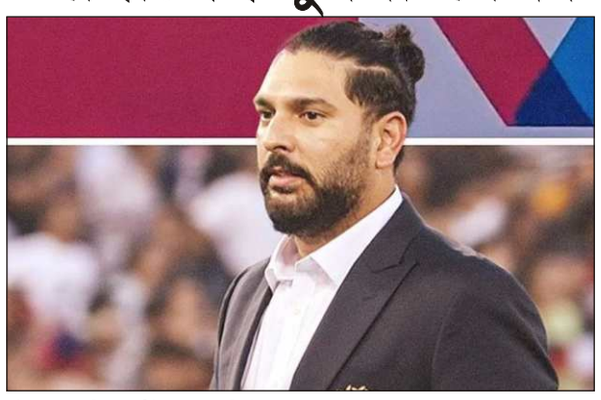

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো ২০ দলের অংশগ্রহণে হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসর। অবশ্য অনেক আগে থেকেই সাবেক তারকা ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে বিশ্বকাপের পছন্দের দল বেছে নিচ্ছেন। এমনকি সম্ভাব্য চার সেমিফাইনালিস্টের ভবিষ্যদ্বাণীও দিচ্ছেন কেউ কেউ। এছাড়া ফাইনালে কারা খেলবে সেটিও অনুমান করেছেন ব্রায়ান লারা, ম্যাথু হেইডেন ও সুনীল গাভাস্কাররা। এবার তাদের সঙ্গে সুর মেলালেন ভারতের সাবেক মারকুটে ব্যাটার যুবরাজ সিং।

এদিকে ২০২৪ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে কারা উঠবে? এমন প্রশ্নের জবাবে নিউজ এইট্রিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে যুবরাজ বলেন, এবার আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে। 'আমার প্রত্যাশা ভারত এবং সম্ভবত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পাকিস্তান তবে অস্ট্রেলিয়া নয়।'

অন্যদিকে যুবরাজ সিং মনে করেন ভারত এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলে, তবে তারা জিতবে। ভারতের প্রাক্তন এ অলরাউন্ডার মনে করেন টিম ইন্ডিয়ার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। বিশ্বকাপে যদি তারা প্রতিপক্ষের দিকে মনোনিবেশ না করে তাহলে আইসিসি ট্রফি ভারতই জিতবে।

এবাররের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের ফোকাস নিয়ে যুবরাজ সিং বলেছেন, 'অতীতে আমরা এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিয়ে জিতেছি। আমরা আমাদের শক্তিশালী পয়েন্টগুলিতে ফোকাস করেছি। প্রতিপক্ষ দল কোথায় আমাদের ক্ষতি করতে পারে সেদিকে আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। আমাদের নিজেদের শক্তিশালী পয়েন্টগুলিতে ফোকাস করতে হবে। আমাদের দলে অনেক ম্যাচজয়ী খেলোয়াড় রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ভারত সর্বশেষ ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আকারে আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতেছিল। এর দুই বছর আগে যুবরাজ সিংয়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে ভারত ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল। ভারতও ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল যেখানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লিগ ম্যাচে ফাস্ট বোলার স্টুয়ার্ট ব্রডের ওভারে যুবরাজ ছয়টি ছক্কা মেরেছিলেন।

স্টয়নিসের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে

ওমানকে হারালো অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওমানের বিপক্ষে ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু রান করতে বেশ বেগ পেতে হয় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্নার-স্টয়নিসের ফিফটির বদৌলতে লড়াকু পুঁজি পায় মিচেল মার্শের দল। ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে তারা করে ১৬৪ রান। ১৬৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শক্তিমত্তায় যোজন যোজন এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে ওঠেনি ওমানের ক্রিকেটাররা। ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রানে থামে ওমান। ফলে ৩৯ রানের জয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ২০২১ আসরের চ্যাম্পিয়নরা।

বৃহস্পতিবার (৬ জুন) বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় ব্রিজটাউনের কেনিংসটন ওভালে টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রন জানান ওমানের অধিনায়ক ইলিয়াস। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই দেখেশুনে খেলেন দুই অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ও ট্রাভিস হেড। আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে গিয়েই ১২ রানে ফিরে যান ট্রাভিস হেড। এরপর মিচেল মার্শ ও ওয়ার্নার মিলে দলকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে দারুণ চেপে ধরেছিলেন ওমানের বোলাররা।

অস্ট্রেলিয়ার দলীয় ৫০ রানের ঘর পার হতে বল খেলতে হয় ৪৮টি। দলীয় পঞ্চাশ পার হবার পরই ২১ বলে ১৪ রানের টেস্টসুলভ ইনিংস খেলে বিদায় নেন মিচেল মার্শ। মার্শের বিদায়ের পর কোনো রান না করেই বিদায় নেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। একপ্রান্তে তখন ওয়ানডে স্টাইলে খেলছিলেন ওয়ার্নার। এরপর ওয়ার্নারের সঙ্গে এসে জুটিও বাঁধেন মার্কাস স্টয়নিস। দুইজন মিলে দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন। ওয়ার্নার ধীরেসুস্থে খেলে একপ্রান্তে সঙ্গ দিচ্ছিলেন, স্টয়নিস ঠিক তার বিপরীত। একের পর এক বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারিতে মাতিয়ে তোলেন গ্যালারি। দুইজন মিলে দলীয় একশ পার করেন।

মারকাটারি ব্যাটিং চালিয়ে ২৭ বলে ফিফটি তুলে নেন স্টয়নিস। ওয়ার্নারও ফিফটি করেন ৪৬ বলে। ১৮.৩ ওভারে অস্ট্রেলিয়া পার হয় দেড়শ রানের ঘর। চতুর্থ উইকেটে ওয়ার্নার-স্টয়নিস মিলে গড়েন ১০০ রানের জুটি, বল খেলেন ৬২টি। ওয়ার্নার ৫৬ রান করে বিদায় নিলে ভাঙে জুটি। এরপর ক্রিজে এসে ৪ বলে ৯ রানের ছোট্ট ক্যামিও খেলেন টিম ডেভিড। তাতেই সম্মানজনক পুঁজি পায় অস্ট্রেলিয়া। স্টয়নিস অপরাজিত থাকেন ৩৬ বলে ২ চার ও ৬ ছক্কায় ৬৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ওমানের। দলীয় ৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় দলটি। স্টার্কের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন প্রতীক আথাভালে। রানের খাতাই খুলতে পারেননি তিনি। এরপর কাশ্যপ প্রজাপতিকে নিয়ে দলকে এগিয়ে নেন অধিনায়ক আকিব ইলিয়াস। এই জুটিতে যোগ হয় ১৭ রান। দলীয় ২৩ রানের মাথায় প্রজাপতির বিদায়ে দ্বিতীয় উইকেট হারায় ওমান। সাজঘরে ফেরার আগে ১৬ বলে মাত্র ৭ রান করেন প্রজাপতি। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১২৫ রানে থামে ওমান। ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন আয়ান খান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট নেন মার্কাস স্টোয়নিস।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে

যেসব কৌশল অবলম্বন করবেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ৯ জুন। সেদিন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং পাকিস্তান বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে একে অপরের মুখোমুখি হবে। এদিকে সেই ম্যাচটিকে কেন্দ্র করে বেশ আগে ভাগেই পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম চাপে থাকার বিষয়ে মুখ খুলেছেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে বাবর দাবি করেছেন যে, এবারের আমেরিকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত ম্যাচ হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ।

পডকাস্টে পাক অধিনায়ক ভারতের সঙ্গে ম্যাচের আগে বাড়তি স্নায়ুর চাপ সামলে নিজেদের চালকের আসনে রাখার কিছু কৌশলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'যেদিন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, সেই ম্যাচের দিকে সারা বিশ্ব তাকিয়ে থাকবে। স্বাভাবিক ভাবেই স্নায়ুর চাপ বাড়বে। তবে আমাদের ফোকাস ধরে রাখতে হবে। মৌলিক বিষয়গুলোতে মনোযোগ ধরে রেখে সহজ স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলতে হবে। তবে যেকোনো টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে একটি চাপের ম্যাচ। তাই আপনি যত বেশি শান্ত থাকবেন, স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে পারবেন। এ ধরণের চাপের ও হাইভোল্টেজ ম্যাচে আপনার দক্ষতা এবং কঠোর পরিশ্রমের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

এদিকে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের একটি বাড়তি উত্তেজনা উল্লেখ করে পিসিবির পডকাস্টে বাবর বলেন, 'ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সব সময়েই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। আপনি বিশ্বের যেখানেই যান না কেন, এটি খুব বেশিই আলোচিত। খেলোয়াড়দের মধ্যেও আলাদা উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রত্যেকেই তাদের দেশকে সমর্থন করে, এটাই স্বাভাবিক। তবে এই ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনার পারদটা অন্য মাত্রায় পৌঁছায়।' তবে পাকিস্তান অধিনায়ক দলের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখার এবং খেলায় মনোযোগ দেয়ার কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ বিশ্বকাপে ভারত শেষ বারের মতো পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিলো। যেখানে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার দল পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিলো। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হয়তো খাতায়-কলমে ভারত কিছুটা পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। তবে এই ম্যাচের ক্ষেত্রে কোনো হিসেবই আগে থেকে করা সম্ভব না।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR